## পোস্টমর্টেম ২০০২

# কী হয়েছে, কী হতে পারত এবং ২০০৩

> শুধু কাগুজে আইসিটি নীতিমালা প্রণয়ন কিংবা কয়েক হাজার বর্গফুটের আইসিটি ইনকিউবেটর স্থাপন নয় বরং বহির্বিশ্বের সাথে আউটসোর্সিং এবং অন্যান্য বাণিজ্যে কীভাবে জায়গা করে নেয়া যায় সে লক্ষ্যে বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ নিতে হবে। সেক্ষেত্রে বিদেশে আমাদের দূতাবাসগুলোতে আইটি সেল স্থাপন প্রাথমিক পদক্ষেপ হতে পারে, যারা সেসব দেশে আমাদের কর্মকাণ্ড তুলে ধরে সরাসরি বহির্বিশ্বের কাজ আমাদের দেশের জন্য নিয়ে আসতে পারবে।

**শেষ** হয়ে গেল আরো একটি বছর। প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, হতাশা ও আনন্দের ভিড়ে আমরা হয়তো হিসাব করে দেখতে পারি যে, এই একটি বছর আমাদের অগ্রগতি কতখানি। গত ১টি বছরে এদেশের আইসিটি সেক্টর অতিক্রম করেছে একটি অস্থির সময়। অস্থির এই অর্থে যে, এ সময় ঘটনা-দুর্ঘটনা এমনকি ঘাত-প্রতিঘাতও ছিল প্রচুর।

এ বছর আইসিটি শিল্পের বিকাশে মেলা হয়েছে প্রচুর। জাতীয় পর্যায়ে বিসিএস, বেসিস এবং কম্পিউটার সিটি আয়োজিত বড় ধরনের তিনটি মেলা আয়োজনের পাশাপাশি ক্ষুদ্র পর্যায়ে বেশ কিছু মেলার আয়োজন ছিল এ বছরটিতে। তবে এই মেলাগুলোর ফলে দেশের আইসিটি শিল্পের বিকাশ কতখানি হয়েছে তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। কেননা, এই সবগুলো মেলারই দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসা। হয়েছেও তাই। কিন্তু তারপরও আশা পূরণ হয় নি ব্যবসায়ী মহলের। কেননা, পিসির বিক্রয় কমে গেছে অনেকখানি। অবশ্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি যেমন— প্রিন্টার, মডেম, স্ক্যানার, ওয়েবক্যাম, ডিজিটাল ক্যামেরা এমনকি সিডি রাইটারের বিক্রয় বেড়েছে অনেক। আর সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে পাইরেটেড সফটওয়্যারের। বিসিএসের মেলা নীতিগতভাবে পাইরেটেড সফটওয়্যার বিরোধী হওয়ায় সেখানে পাইরেটেড সফটওয়্যার বিক্রি না হলেও সিটিআইটি'র মেলায় এই বিক্রির পরিমাণ বোঝা গেছে সহজেই।

অন্যদিকে বেসিসের মেলায় জনসচেতনতা দেখা গেছে অনেক বেশি। কিন্তু আক্ষেপ ছিল কপিরাইট আইনের প্রয়োগ প্রসঙ্গে। কেননা, প্রয়োগহীন কপিরাইট আইন পুলিশের গুলিহীন বন্দুকের মতোই স্রেফ লোক-দেখানো এক ভাঁওতাবাজি। যাকে কাঁচ কলা দেখিয়ে যা ইচ্ছে তাই করা সম্ভব। হচ্ছেও তাই। অবশ্য দেশী সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো নিজস্ব কোডিংয়ের মাধ্যমেই পাইরেসি ঠেকানোর কাজগুলো করে যাচ্ছে।

অন্যদিকে, গত কয়েক বছরের খতিয়ানে দেখা যাচ্ছে যে, কম্পিউটার বিক্রি হয়েছে প্রচুর। কিন্তু সেইসব কম্পিউটার মানবসম্পদের উন্নয়নে কার্যকর কোনো ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে জাতিগতভাবেই আইসিটি সেক্টরের উপর হতাশা এসেছে বিভিন্ন মহলের। তার প্রভাব লক্ষ করা গেছে বিভিন্ন আইটি ট্রেনিং সেন্টারগুলোতে। বিভিন্ন ট্রেনিং সেন্টারের ছাত্র সংখ্যা কমে গেছে আশঙ্কাজনকভাবে। আইটির যুগে এই অনীহার কারণটি খুব সহজ। নগদ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা কমে যাওয়াই এর প্রধান কারণ। অন্যদিকে অনেক নামি-দামি ট্রেনিং সেন্টারই বন্ধ হয়ে গেছে। কারণটাও স্পষ্ট। ব্যবসায়িক এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো লাভজনক হয় নি মালিকের কাছে।

অর্থাৎ সার্বিকভাবে এগুতে পারছে না দেশের আইসিটি শিল্প। এ প্রসঙ্গে কথা হয়েছিল আইএসপি এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদকের সাথে। তিনি খুব সাদামাটাভাবে বলেছিলেন, ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ব্যবসায় প্রতিযোগিতার ফলে অসুস্থ উপায় অবলম্বন করাটা ঠিক নয়। প্রসঙ্গত তিনি এদেশে আইসিটি শিল্পের বিকাশে ব্যবসায়ীদের অবদানের কথাও স্মরণ করিয়ে দিলেন।

হ্যাঁ, তার এ কথা সত্যি। এদেশে আইটি শিল্পের বিকাশে ব্যবসায়ীদের ভূমিকা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের প্রধান স্বার্থ ছিল ব্যবসা বৃদ্ধি। শুরুতে তাদের সেই স্বার্থ উদ্ধারও হয়েছে। দেশে পিসি বিক্রির হার বেড়েছে। আইটির স্বপ্নে বিভোর হয়ে তরুণেরা উদ্যম ফিরে পেয়েছে। কিন্তু সেই জোয়ারে ভাটাও এসেছে। ঘরে ঘরে এক সময় যে পিসি সিম্বল স্ট্যাটাস হিসেবে শোভা পেত সেই পিসি যখন কলমের মতো নিত্য ব্যবহার্য হয়ে উঠল ঠিক সেই সময় আমরা আবিষ্কার করলাম যে আমরা ভিত্তি না গড়েই ইমারত গড়া শুরু করেছি।

আমাদের দেশে ইতিমধ্যেই কয়েক হাজার তরুণ বিভিন্ন বেসরকারি কিংবা ফ্রেঞ্চাইজ ট্রেনিং সেন্টার থেকে ট্রেনিং গ্রহণ করেছে। কিন্তু ট্রেনিং গ্রহণকারী এসব তরুণরা খুব অল্প ক'জনের ভাগ্যেই জুটেছে চাকরি নামের সোনার হরিণের সন্ধান। ফলে মোটামুটি মানের ট্রেইন্ড এসব তরুণরা ভুগছে হতাশায়। অথচ দেশে আইটি সেক্টরের বিকাশে সরকারিভাবে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে না। কিন্তু সভা-সেমিনারে ১০ হাজার কিংবা ১৬ হাজার প্রোগ্রামারের চাহিদার কথা বলা হচ্ছে। যারা আছে তাদের সুযোগ দেয়া হচ্ছে না কিংবা সুযোগ দেবার কথা ভাবাও হচ্ছে না। আবার, দেশের প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর শিক্ষা সম্পন্ন করছে, তারা দেশে মূল্যায়িত না হলেও ব্রেইন ড্রেইনের মাধ্যমে ঠিকই বাহিরে চলে যাচ্ছে। অবশ্য দেশে থাকলে তাদের অধিকাংশের ব্রেইন যে ড্রেইনে পড়ে থাকত— তাতে আমার সাথে দ্বিমত পোষণ খুব বেশি লোকে করবেন না বলেই বিশ্বাস। অতএব, আমাদের দেশে শুধু পিসি কেনা-বেচা কিংবা ভিজ্যুয়াল বেসিক দিয়ে ফ্রন্টএন্ড ডেভেলপমেন্ট ও ডাটাবেজ কানেকটিভিটির সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কিংবা কোনো একটা ডিজাইনিং টুল দিয়ে স্ট্যাটিক ওয়েব পেজ ডেভেলপমেন্টের আইটি ইন্ডাস্ট্রি না গড়ে দেশের অর্থনৈতিক ভিতকে মজবুত করতে পারবে, এমন আইটি ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলার দিকে মনোযোগ দেয়া উচিত। আর এক্ষেত্রে নতুন রিসোর্স নিয়ে কিংবা নতুন তরুণদের আইটিতে অহেতুক আহ্বান না জানিয়ে যা আছে এবং যারা ইতিমধ্যেই এ সেক্টরে অসম্পূর্ণভাবে এসে গেছে তাদেরকে প্রথমে কাজে লাগাতে হবে। কেননা, হতাশাগ্রস্ত পূর্বসূরিদের দেখে নতুনরা চ্যালেঞ্জিং পেশা হিসেবে আইটিকে গ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করবে। আর তাই সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।

শুধু কাগুজে আইসিটি নীতিমালা প্রণয়ন কিংবা কয়েক হাজার বর্গফুটের আইসিটি ইনকিউবেটর স্থাপন নয় বরং বহির্বিশ্বের সাথে আউটসোর্সিং এবং অন্যান্য বাণিজ্যে কীভাবে জায়গা করে নেয়া যায় সে লক্ষ্যে বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ নিতে হবে। সেক্ষেত্রে বিদেশে আমাদের দূতাবাসগুলোতে আইটি সেল স্থাপন প্রাথমিক পদক্ষেপ হতে পারে, যারা সেসব দেশে আমাদের কর্মকাণ্ড তুলে ধরে সরাসরি বহির্বিশ্বের কাজ আমাদের দেশের জন্য নিয়ে আসতে পারবে।

বেসরকারি উদ্যোক্তাদের বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় নয়, বরং সরকারি উদ্যোগের ছত্রছায়ায় দেশে আইটির বিকাশ না হলে, আমাদের দেশে অপুষ্ট আইটি শিল্পই গড়ে উঠবে কেবল। আর সরকারকে সে অপুষ্ট ডিমে তা দিতে গড়ে তুলতে হবে একাধিক আইসিটি ইনকিউবেটর।

২০০২ সালে ডিজিটাল মিডিয়ার বিশেষত সিডি ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি রকমের ক্রেজ দেখা গিয়েছিল। যা এই সালেই মারাও যায়। এর কারণও একই। মূলত কাগুজে পত্রিকার ক্ষেত্রে যে ধরনের নীতিমালা আছে এক্ষেত্রে তেমন কিছুই ছিল না। এ কারণেই মানহীন অসংখ্য সিডি ম্যাগাজিন বাজারে এসেছে এবং উঠেও গেছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে এসব সিডি ম্যাগাজিনের একটা বেশ ভালো আবেদন ছিল এবং আছে। আর তাই এসব আবেদনের যথার্থ মূল্যায়নকল্পে তথা আইসিটি সেক্টরকে কাগজে-কলমের পরিবর্তে বাস্তব অর্থেই গতিশীল করতে পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

অর্থাৎ পুরো ২০০২ সালের আদ্যোপান্তে একবার চোখ বুলালে এটা স্পষ্ট যে, আমরা সঠিক দিকনির্দেশনার অভাবে ভুগছি। এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে আমাদের এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে।

তবে ২০০২ সালে ব্যক্তিগত উদ্যোগে একাধিক ঘটনা ঘটেছে যা আশাব্যঞ্জক। একাধিক দেশী চিন্তাধারায় ও প্রেক্ষাপটে গেম তৈরি হওয়া, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশী থ্রিডি ডিজাইনারের পুরস্কৃত হওয়া, কিংবা বুয়েটের টানা ষষ্ঠবারের প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা অবশ্যই বড় প্রাপ্তি। সেই সাথে একই প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় দেশের তরুণ প্রোগ্রামার ও শিক্ষকের উপমহাদেশের প্রথম বিচারক হবার বিরল কৃতিত্ব কিংবা ড. এম কায়কোবাদের শ্রেষ্ঠ কোচ হবার ঘটনা আমাদের আশান্বিত করে। কেননা, তাদেরকে ঘিরেই আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের স্বপ্নগাথা। তাই তাদেরকে বেড়ে ওঠার সুযোগ আমাদেরকেই করে দিতে হবে। এক্ষেত্রে বাণিজ্যিকভাবে লাভবানের চিন্তা শুরুতেই পরিহার করতে হবে। কেননা, চারা বৃক্ষে পরিণত হলে ফল আশা করা যায়। তাই সুযোগ করে দিতে হবে।

একই প্রসঙ্গে গত বছর সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারিভাবে একাধিক ব্যয়বহুল প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার আয়োজন ছিল প্রশংসনীয়। তাদের এই কর্মকাণ্ড দেখে আমরা আশা করতে পারি আমাদের আশার ছোট্ট দীপশিখা এখনো নিভে যায় নি।

তবে এই দীপশিখা ছড়িয়ে দিতে হবে একেবারে নিম্নতর পর্যায় পর্যন্ত। যাতে তারা এই মাধ্যমের সাথে নিবিড় হবার সুযোগ পায়। প্রচেষ্টা অবশ্য শুরু করেছে স্বনামধন্য নটরডেম কলেজ— আইটি উৎসবের মাধ্যমে। কিন্তু আলোর এই প্রদীপ ছড়িয়ে দিতে হবে। আর ছড়িয়ে দেবার এটাই সময়। কেননা, সময় এখনো ফুরিয়ে যায় নি।

■ মোঃ মারুফ হোসেন